V

দৈনিক বাংলা

তারিখ 3 1 MAR 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

145

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষায় অভিভাবকদের দায়িত্ব

সরকার চলতি বছর থেকে সারা দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছেন। গত বছর ৬৮টি থানা এর আওতাভুক্ত ছিল। ছয় থেকে দশ বছর বয়সী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে আনা এবং গুণগত শিক্ষা দিয়ে পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করাই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার মূল কথা। আমাদের দেশে নানা প্রতিকূলতার জন্য শিশুদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখা যায় না। অভিভাবকরা যদি একটু সচেষ্ট হোন তা হলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে বেশী না হলেও সামান্য গতি হয়ত সঞ্চারিত হবে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সাফল্যে অভিভাবকদের দায়িত্ব নিম্নরূপঃ

প্রথমে দেখতে হবে গ্রামের বিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং শিক্ষক অভিভাবক সমিতি আছে কিনা। যদি থেকে থাকে তা হলে দেখতে হবে এ দুটো কমিটি তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করছে কিনা। যদি কমিটি না থাকে তা হলে বিধি মোতাবেক কমিটি গঠন করতে হবে এবং যোগ্য লোক যাচাই করে তাদের কাজে নামিয়ে দিতে হবে। কমিটি গঠন সম্পর্কিত ম্যানুয়েল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকট পাওয়া যাবে।

শিশু জরীপ, যা বছরের প্রথমেই করা হয়েছে তাতে ভুলত্রুটি হয়েছে কিনা দেখতে হবে। ভুল সংশোধন করা জরুরী। বিদ্যালয়ে আসে না এমন বাদ পড়া শিশুদের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা দেখতে হবে। না হয়ে থাকলে ঐ তালিকা প্রস্তুত করতে প্রধান শিক্ষককে পরামর্শ দিতে হবে। বাদ পড়া শিশু অভিভাবকদের সাথে আলাপ করতে হবে। যাতে তারা শিশুকে বিদ্যালয়ে পুনরায় স্কুলে ভর্তি করে দেন।

কর্মরত শিক্ষকদের জন্য ক্লাশ রুটিন তৈরি হয়েছে কিনা এবং হয়ে থাকলে তা অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি ও এর অনুসরণ শিক্ষকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। দেখতে হবে তা তৈরি হয়েছে কিনা। বছরের নির্ধারিত পাঠ সম্পন্ন করার এটি একটি কৌশল। গুণগত পাঠদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষকদের জন্য শিক্ষক সংস্করণ ও শিক্ষক সহায়িকা প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে। একটু খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে বইগুলো ব্যবহার হচ্ছে কিনা। অভিভাবকদের খেয়াল রাখতে হবে নিয়মিত ক্লাস শুরু ও শেষ হচ্ছে কিনা। বিদ্যালয়কে শিশুদের জন্য আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে সামান্য ব্যয়ে অন্যান্য কার্যক্রম যেমন খেলাধুলা, মিলাদ মাহফিল, কাবদল গঠন, স্বাধীনতা দিবস উদযাপন ইত্যাদি পালন করতে কমিটির সদস্যদের উৎসাহিত করতে হবে। বিদ্যালয়ের প্রধান বা সহকারী শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে সম্পূর্ণ পাঠ প্রস্তুতি নিয়ে বিদ্যালয়ে যেতে হবে।

যদি শিক্ষক অনুপাতে বালক বালিকার সংখ্যা খুব বেশী হয় বা স্থান সংকুলানের সমস্যা হয় তা হলেও থানা শিক্ষক কর্মকর্তার সাথে আলাপ করে ১ম ও ২য় শ্রেণীর জন্য অতিরিক্ত একটি শিফটের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে সরকারী সাহায্য সহযোগিতা পাওয়া যাবে।

বিদ্যালয় ছুটি থাকার সময় বিকালে বা সন্ধ্যায় বয়স্কদের জন্য লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রত্যেক অভিভাবককে মনে রাখতে হবে যে তার গ্রামের বিদ্যালয়টি একটি সরকারী স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। স্কুলটি সুন্দর হলে আপনার গ্রামটিও ধীরে ধীরে সুন্দর হবে।

— মুঃ নুরুল ইসলাম